ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বাবার দ্বিতীয় বিয়েতে মা আমাকে সাজিয়ে দেন : সারা আলী খান

পৃ 7

টেস্টে ইতিহাস সেরা গড় নিয়ে ২০০ উইকেট বুমরাহর

পৃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০০৪ ● কলকাতা ● ১৯ পৌষ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৪ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের কথা মাথায় রেখে আমরা কাজ করি না মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভোটের কথা মাথায় রেখে আমরা কাজ করি না। এবছর কোনও ভোট নেই। মানুষকে সুরক্ষিত রাখাই আমাদের কাজ। ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির উদ্বোধনের পর জানালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, সাধারণ ক্যাম্পে বিনামূল্যে ওষুধ পাবে সাধারণ মানুষ। এছাড়া মডেল ক্যাম্প ও সাধারণ ক্যাম্পে থাকবে চিকিৎসকদের

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

কাশ্মীরের নাম চেঞ্জ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী : দিল্লী

শহর ও জেলার নাম পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বড় ঘোষণা করেছেন। শাহ বলেছেন, কাশ্মীরের নাম কাশ্যপ হতে পারে। তিনি কাশ্মীরের নাম নিয়ে ইতিহাসের তথ্য নিয়ে বিকৃতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ৮০০০ বছরের পুরনো বইয়ে কাশ্মীর ও ঝেলমের উল্লেখ আছে, তাহলে কেউ কি বলতে পারে কাশ্মীর কার?কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সর্বদাই ছিল। ইতিহাস লুটিয়েন্স দিল্লিতে বসে লেখা হয় না, তা বুঝতে হবে। শাসকদের খুশি করার জন্য ইতিহাস লেখার সময় শেষ হয়ে গেছে।

অমিত শাহ দিল্লিতে এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। 'জম্মু-কাশ্মীর অ্যান্ড লাদাখ থ্রু দ্য এজেস' নামক বইটি দিল্লিতে প্রকাশ করে শাহ বলেন, ইতিহাসবিদরা কাশ্মীরের ইতিহাস বইয়ের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমার ইতিহাসবিদদের কাছে আবেদন, প্রমাণের

এরপর 3 পৃষ্ঠায়

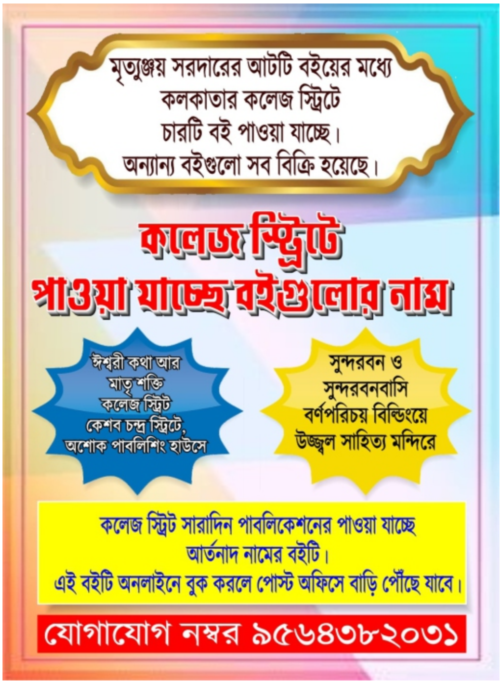

মালদায় খুন হলো জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি মমতার নির্দেশে শেষ শ্রদ্ধায় গেলেন দুই মন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

বৃহস্পতিবার সকালে মালদায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন তৃণমূলের সহ-সভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলা। তাঁর নৃশংস মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রিসভার দুই সদস্যকে তড়িঘড়ি মালদা যেতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।সেই সঙ্গে দলের নেতা খুনে পুলিশকে কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশের গাফিলতিতে এই ঘটনা বলে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী।মালদায় তৃমমূল নেতা খুনে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন লিখেছেন, "আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং জনপ্রিয় নেতা বাবলা সরকারকে আজ খুন করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শুরু থেকেই তিনি (এবং তাঁর স্ত্রী চৈতালী সরকার) দলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং বাবলা কাউন্সিলরও নির্বাচিত হয়েছেন।ঘটনাটি জানার পর আমি দুঃখিত এবং অত্যন্ত মর্মাহত। অবিলম্বে দোষীদের বিচার করতে হবে। আমি এতটাই মর্মাহত এবং দুঃখিত যে আমি কীভাবে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাব জানি না। ঈশ্বর চৈতালীকে বেঁচে থাকার এবং যুদ্ধ করার শক্তি দিন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সাতসকালে মালদায় গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন দলের জেলা সভাপতি ও বর্তমানে জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি দুলাল সরকার। মালদায় অত্যন্ত দাপুটে তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত দুলাল সরকার ওরফে বাবলা। কে বা কারা তার তার উপর গুলি চালাল তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আলু রফতানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অন্য রাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ে বেচারাম মান্না, প্রদীপ মজুমদারকে ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর। এখানে মানুষ বেশি দামে কিনবে, আর আপনারা অন্য রাজ্যে আলু পাঠিয়ে দেবেন? প্রশ্ন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলু রফতানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে মন্ত্রী: বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকে, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন রাজ্যের চার হেভিওয়েট মন্ত্রী।

এদিকে মেয়াদ শেষ হলেও হিমঘরে মজুত রয়েছে আড়াই লক্ষ কুইন্টাল আলু। এই মজুত আলুর ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ ছিল ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর থেকে আলু বের

এরপর 5 পৃষ্ঠায়

পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত প্রয়াগরাজ, গঙ্গা সাগরে মহাকুম্ভের ছায়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা। বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় মেলার জন্য প্রায় প্রস্তুত প্রয়াগরাজ। এবার মহাকুম্ভের আয়োজন করা হচ্ছে। মহাকুম্ভ 2025 13 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এবং 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ভারত ও বিদেশ থেকে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি পুণ্যার্থী আসবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে এ বছর গঙ্গা সাগরের মেলায় মহা কুম্ভমেলার ছায়া পড়তে পারে বলে মনে করছেন ধর্মীয় মেলা বিশেষজ্ঞরা। তিনি জানান, প্রতি 12 বছর অন্তর কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হয়। 144 বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই মহাকুম্ভে 12 বছর পর প্রয়াগরাজের যাত্রাধামের পূর্ণ কুম্ভে এক বিরল । বিহার, ইউপি, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, গুজরাটসহ দেশের সব রাজ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪৪ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য এই

মহাকুম্ভে এক বিরল কাকতালীয় ঘটনার কারণে পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করতে আগ্রহী। প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ এবং তারা এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। কলকাতার বাসিন্দা এবং জনসত্তার প্রাক্তন প্রতিনিধি ও সিনিয়র সাংবাদিক জয় নারায়ণ প্রসাদের মতে, এ বছর গঙ্গা সাগরে মহা কুম্ভের পবিত্র স্নানের প্রভাব স্পষ্ট হবে এবং এখানে ভক্তদের ভিড় খুব কম হবে। সিনিয়র সাংবাদিক জয় নারায়ণ প্রসাদ, যিনি প্রায় 40 বছর ধরে গঙ্গা সাগর মেলার কভার করছেন, বলেছেন যে মানুষ মহা কুম্ভের পবিত্র স্নানের বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া করবে না। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই ধরনের তথ্য পেয়েছেন যে মানুষ মহা কুম্ভের পবিত্র স্নান করতে আগ্রহী। কলকাতার আন্তর্জাতিক ব্রাহ্মণ মহাসংঘ সভাপতি ওম প্রকাশ মিশ্রও একই রকম বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, মহা কুম্ভের পবিত্র স্নানের জন্য জনমনে যেভাবে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে এবার মাত্র ১০ শতাংশ পুণ্যার্থী গঙ্গা সাগর মেলায় আসবেন বলে তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গত, গঙ্গাসাগরের সব দোকানদাররা বলছেন, নভেম্বর মাস থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় গঙ্গা সাগরে জমে যেত এবং ডিসেম্বরে এখানে মানুষের ভিড় দেখা যেত, যা এখানে নেই। সময় এবং এটি তাদের ব্যবসা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

(1ম পাতার পর)

ভোটের কথা মাথায় রেখে আমরা কাজ করি না মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্য বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা। তিনি নিজে জানিয়ে দেন কবে কোথায় ক্যাম্প হবে, কী কী পরিষেবা দেওয়া হবে এবং কী কী টেস্ট হবে সমস্ত জানিয়ে দেন স্বয়ং সাংসদ।ডায়মন্ড হারবারের পরে ফলতা বিধানসভা ক্যাম্প হবে ১২ জানুয়ারি-২১ জানুয়ারি। বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় ২২ জানুয়ারি-৩১ জানুয়ারি ৪৭টি ক্যাম্প হবে। মেটিয়াবুরুজ বিধানসভায় ১ ফেব্রুয়ারি-১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৬টি ক্যাম্প হবে। সাতগাছিয়া বিধানসভায় ১২ ফেব্রুয়ারি- ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৫টি ক্যাম্প হবে। বজবজ বিধানসভায় ২২ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ পর্যন্ত ৪২টি ক্যাম্প হবে। মহেশতলা বিধানসভা এলাকায় ৪ মার্চ -১৩ মার্চ পর্যন্ত ৪৫টি শিবির হবে। এরপরে ১৬ মার্চ-২০ মার্চ মেগা ক্যাম্প আয়োজিত হবে। সব ক্যাম্পের ফলোআপ হিসেবে ওই ৫ দিন ৩০০টি জায়গায় একসঙ্গে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফলোআপ ক্যাম্প হবে।প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকায় ১টি করে মডেল ক্যাম্প ও বাকিগুলি সাধারণ ক্যাম্প আয়োজিত হবে। সাধারণ ক্যাম্পে রোগীদের জন্য একটি করে রেজিস্ট্রেশন এবং হেল্প ডেস্ক থাকবে। ২টি করে চিকিৎসকের চেম্বার, চিকিৎসকের বিশ্রামের ঘর, রোগীদের ওয়েটিং এরিয়া থাকবে। চিকিৎসার জায়গা থাকবে।

বিনামূল্যে ওষুধের ফার্মেসি থাকবে। স্ট্রেচার, হুইলচেয়ার-সব থাকবে। স্বেচ্ছাসেবক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে সকলে থাকবেন। মডেল ক্যাম্পে ২টি সিসিইউ শয্যা, ক্যান্সার স্ক্রিনিং, ইউসিজি থেকে শুরু করে আরও একাধিক উন্নত চিকিৎসার সুবিধা থাকছে।বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে। রোগীদের টোকেন আইডি দেওয়া হবে। সচেতনতা পুস্তিকা দেওয়া হবে রেজিস্ট্রেশনের পরে। সেখানেই রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, ক্যান্সার, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, স্ট্রোক বা কিডনির সমস্যার জন্য কী কী করা উচিত সেই সংক্রান্ত উপদেশ থাকবে। প্রেসক্রিপশন লেখার জায়গা থাকবে।বিএমআই, রক্তচাপ, সুগার, হিমোগ্লোবিন, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ট্রিপল সেরোলজি, এইচআইভি, হেপাটাইটিস পরীক্ষা। নেবুলাইজার, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, পালস অক্সিমিটার থেকে শুরু করে আরও অনেক সুবিধা থাকছে।সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের জন্য একটি রেফারেল সিস্টেম তৈরি হয়েছে। প্রয়োজনে ক্যাম্প থেকে ১২টি হাসপাতালে রেফার করা হবে। একটি টিম থাকবে ফলোআপের জন্য। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম, বাঙ্গুর নিউরো, এম আর বাঙ্গুর, বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল, ক্যালকাটা মেডিক্যাল, চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল, আরজিকর মেডিক্যাল, কলকাতার নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট-সহ মোট ১২টি হাসপাতালে প্রয়োজনে রেফার করা হবে।

প্রতিটি জায়গায় স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্বুল্যান্স থাকবে। প্রতিটি শিবির শুরু হওয়ার আগে ও পরে স্যানিটাইজ করা হবে। প্রতিদিন চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ।

একইসঙ্গে অভিষেকের সংযোজন, "অনেকেই ভাবেন এত বড় কর্মযজ্ঞ হবে কী ভাবে, আগে শুরু করতে হবে। আমরা চেষ্টা করেছি। মানুষের ভালোবাসায় আমরা এই কর্মসূচি শুরু করলাম। আমার আশা ভারতকে পথ দেখাবে এই কর্মসূচি। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মধ্যে প্রতিটি বিধানসভায় ক্যাম্প হওয়ার সময় সেখানে যাবেন বলেও এ দিন জানিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বার্তা, "যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন আমি তাঁদেরও সাংসদ, যাঁরা দেননি তাঁদেরও সাংসদ...আজকের এই আয়োজন সবার।" তিনি আরও জানান, সমাজের চোখ হচ্ছে সংবাদমাধ্যম, কোনও ভুল থাকলে ধরিয়ে দেবেন। আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছি তা দেশের কাছে দৃষ্টান্ত, আগামিদিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

(1ম পাতার পর)

কাশ্মীরের নাম চেঞ্জ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ভিত্তিতে ইতিহাস লিখুন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, সেই সময় ভিন্ন ছিল যখন শাসকদের খুশি করার জন্য ইতিহাস লেখা হত। ১৫০ বছরের একটা সময় ছিল, যখন ইতিহাস মানেই ছিল দিল্লি দরবার থেকে বাল্লিমারান পর্যন্ত এবং লুটিয়েন্স থেকে জিমখানা পর্যন্ত। ইতিহাস এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সময়, এমন এক সময় থেকে মুক্তির যখন শাসকদের খুশি করার জন্য ইতিহাস লেখা হত। আমি ইতিহাসবিদদের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন আমাদের হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস তথ্যসহ লিখেন।তিনি বলেছেন, কাশ্মীরের ভারতের সাথে অটুট সম্পর্ক। লাদাখে মন্দির ভাঙা হয়েছে, কাশ্মীরে স্বাধীনতার পর ভুল হয়েছে, পরে সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের উল্লেখ, সিল্ক রুট, হেমিস মঠ থেকে প্রমাণিত হয় যে কাশ্মীরেই ভারতের সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সুফি, বৌদ্ধ এবং শৈব মঠ সবাই কাশ্মীরে বিকাশ লাভ করেছে। দেশের জনগণের সামনে সঠিক জিনিসগুলো তুলে ধরা হোক। তিনি বলেছেন, ভারতের দশ হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি কাশ্মীরেও বিদ্যমান। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ওড়িশা এবং বাংলা থেকে আসাম পর্যন্ত আমরা আমাদের সংস্কৃতির কারণে যুক্ত, যারা কোনও দেশকে ভূ-রাজনৈতিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, তারা আমাদের দেশকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।

ভারতে মাওবাদী নেত্রী বিমলার আত্মসমর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্পর্কে তিনি ভারতের নিহত মাওবাদী নেতা মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজির ভ্রাতৃবধূ। তার স্বামী মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে বিবেক ওরফে সোনু নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সম্প্রতী মহারাষ্ট্রের গড়ছিরৌলিতে বিদর্ভ অঞ্চলের যে ১১ জন মাওবাদী নেতা-নেত্রী রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সেই তালিকার প্রথম নাম তারই। তিনি পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র কমান্ডার তথা দণ্ডকারণ্য জোনাল কমিটির নেত্রী বিমলা চন্দ সিদাম ওরফে তারাক্কা।

ভারত জুড়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানের প্রেক্ষিতেও বিমলার আত্মসমর্পণ সাম্প্রতিক কালের 'সবচেয়ে বড় সাফল্য' বলে মনে করছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্টরা। মহারাষ্ট্র পুলিশ জানিয়েছে, মাওবাদী সশস্ত্র বাহিনী পিএলজিএ (পিপলস

(এরপর ৪ পাতায়)

সম্পাদকীয়

মমতার নির্দেশে এবার ঘুম উড়ল রাজীব কুমারের

বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পরেই এপার বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় জাল পাসপোর্ট চক্রের রমরমা ব্যবসা। অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে এই দেশে বসতি গড়ে তুলতেই টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট জোগাড় করে ভারতে চলে আসছেন বাংলাদেশিরা।বৃহস্পতিবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শোনা গেল একেবারে বিপরীত সুর। সরাসরি রাজীব কুমারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'রাজীব তোমাকে ডিআইবির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। কেউ একটা ইনফরমেশন রাখে না, ইনফরমেশন দেয়ও না। পোস্টটাকে নিয়ে খেলা করে। এখানে আমি বাস্তব খেলার কথা বলছি না। অবাস্তব খেলা, অনৈতিক খেলা, এগুলো চেঞ্জ করে দাও।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রকাশ্যে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে লবি বাজিরও অভিযোগ তোলেন। মমতার কথায়, 'অনেক সৎ পুলিশ অফিসার আছেন যারা সত্যি কাজ করেন। তাঁরা খেটে খায়, তাঁদের দিকে তোমরা নজর দাও না। লবি চলে, লবি। ওই লোকটা তো আমার বন্ধু, ওকে প্রমোশন দিতে হবে। কিন্তু কেন? কীসের জন্য? যে কাজের লোক হবে তাকে প্রমোশন দিতে হবে। যে কাজের লোক হবে না তাকে দেওয়া হবে না। কোন লবি চলবে না। লবি একটাই তা হল মানুষের।'একইসাথে মাথাচাড়া দেয় জঙ্গি কার্যকলাপ। তারপরেই রাজ্যের এই জাল পাসপোর্ট তৈরির চক্রের রমরমা ব্যবসা নিয়ে বিরাট সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমার।পশ্চিমবঙ্গ (West bengal) জুড়ে জাল পাসপোর্ট চক্রের এই রমরমা ব্যবসা নিয়ে কড়া সমালোচনার মুখে পড়ার পর নিজের দায় কার্যত ঝেড়ে ফেলতেই সাংবাদিক বৈঠক করে করেছিলেন রাজীব কুমার। অথচ বৃহস্পতিবার একেবারে উল্টোসুর শোনা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গলায়। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব পুলিশের যে দফতরের বিরুদ্ধে, সেই DIB আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সেই মন্তব্যের জেরে কার্যত মুখ ছোট হল রাজ্য পুলিশের রাজীব কুমারের। একই সঙ্গে এদিন DIB তে'ও বড়সড় রদবদলের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সরকারি চাকরি হোক কিংবা পাসপোর্ট তৈরির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন হামেশাই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠে আসে পুলিশের বিরুদ্ধে।রাজ্যজুড়ে জাল পাসপোর্ট চক্রের ঘটনা মাথাচাড়া দিতেই সেই ডিআইবির বিরুদ্ধেই টাকা নিয়ে বাংলাদেশিদের ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগে সরব রাজ্যের বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে লাগাতার সমালোচনার মুখে পড়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই গত রবিবার ছুটির দিন সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সেখানে কার্যত নিজের দায় ঝেড়ে ফেলে তিনি।

রাজীব কুমার সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন,পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে পুলিশের তেমন কিছু করার নেই। তিনি জানান, পাসপোর্ট দফতর থেকে তাদের যে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে পুলিশ কোনও আবেদনকারীর পরিচয়, ঠিকানা বা নথি যাচাই করতে পারবে না। তাই কেউ যদি ভুয়ো নথি জমা দেন তাহলে তাতে পুলিশের কিছু করার থাকে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একচল্লিশতম পর্ব)

স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কথা মাত্র দু-একবারই পাওয়া যায়। আদিত্য নামের বেদগোষ্ঠীর তালিকা ঋগ্বেদে সর্বত্রই অভিন্ন নয়; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মিত্র বরুণ প্রভৃতি প্রাচীন দেবতারাও তার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ইন্দ্রও কখনও কখনও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভারতে মাওবাদী নেত্রী বিমলার আত্মসমর্পণ

লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র কমান্ডার তথা দণ্ডকারণ্য জোনাল কমিটির নেত্রী বিমলা গত ৩৮ বছর ধরে সশস্ত্র নকশালপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৩ সিপিআইএমএল (পিডব্লিউজি)-র হাত ধরে ‘সশস্ত্র বিপ্লবে’ যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সংগঠনের অন্দরে দ্রুত কিষেণজির আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। দেড় দশক আগে, ২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর এ রাজ্যের ঝাড়গ্রামের বুড়িশোলের জঙ্গলে যৌথবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল কিষেণজির। কিন্তু তত দিনে বিমলার স্বামী বেণুগোপালও সংগঠনের প্রথম সারির নেতা হয়ে গিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র পুলিশের দাবি, গড়চিরৌলিসহ বিদর্ভের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ছত্তীসগঢ়েও একাধিক নাশকতায় জড়িত বিমলা-সহ আত্মসমর্পণকারী ১১ মাওবাদী নেতা-নেত্রী। বিমলার বিরুদ্ধে গড়চিরৌলিতে একটি পুলিশ ফাঁড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৮ জনকে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। তার সঙ্গেই বুধবার ফডণবীসের হাত থেকে ভারতীয় সংবিধান হাতে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন সিপিআই মাওবাদীর গড়ছিরৌলি ডিভিশনের নাংশু তুমরেতি ওরফে গিরিধর এবং তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা উসেন্দি ওরফে ললিতা। ১৭০টি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত গিরিধরের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। আত্মসমর্পণকারী ১১ জন মাওবাদীর মোট মাথার দাম এক কোটি তিন লক্ষ!

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই তো বলি বন্ধু নিজেকে এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের নানাবিধ বিপদ থেকে বাঁচাতে শুক্রবার করে এই মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না যেন! কারণ এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রটি জপ করা মাত্র বাড়ির প্রতিটি অংশে পজেটিভ শক্তির মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে খারাপ শক্তি ঘর ছাড়া হতে সময় লাগে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দিল্লিতে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দিল্লিতে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান এবং ২০২৫ সালটি ভারতের বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সাল বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠায় এবং আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে ভারতের স্বপ্ন পূরণে অন্যতম মাইলফলক হয়ে উঠবে।

আজ উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত একাধিক উদ্যোগ। তাঁদের, বিশেষত মহিলাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাড়া করা ঝুঁপড়ির পরিবর্তে নিজস্ব আবাস-স্থল অবশ্যই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলির কথা উঠে আসে। তিনি বলেন, ঐ সময়ে আন্দোলনরত অনেকের সঙ্গে তিনিও অশোক বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সারা দেশে এখন কর্মযজ্ঞ চলছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যাত্রায় দিল্লির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার ঝুপড়ির জায়গায় পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দিতে চায়। দু'বছর আগে ঝুপড়িবাসীদের জন্য কালকাজি এক্সটেনশনে ৩ হাজারেরও বেশি পাকা বাড়ির উদ্বোধন হয়েছে। আজ এই অঞ্চলে ১ হাজার ৫০০টি বাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রাপকদের হাতে। স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্টস্ মানুষের আত্মমর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবে।

সরকারের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০ বছরে ৪ কোটিরও বেশি মানুষের পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এখন যাঁদের মাথার ওপরে ছাদ নেই, তাঁরাও পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম সুবিধাসম্পন্ন বাসস্থান পেয়ে যাবেন। দিল্লিতে আরও প্রায় ৩ হাজার নতুন বাড়ি নির্মাণের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নারেলা সাব-সিটি প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে নগর ও শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী উপযুক্ত আবাসনের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পরিষেবার গুরুত্ও উল্লেখ করেন। বিগত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর)-র আওতায় সারা দেশে ১ কোটিরও বেশি বাড়ি নির্মিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য গৃহ ঋণের সুদ বাবদ পর্যাপ্ত ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, অনগ্রসর গোষ্ঠী সহ সব পরিবারের শিশুদের উন্নতমানের শিক্ষা পরিষেবার সংস্থানে সরকারের উদ্যোগের কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারে জাতীয় শিক্ষা নীতির গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর সুবাদে দরিদ্র পরিবারের শিশুরাও চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র কিংবা দক্ষ পেশাদার হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পাবে। আধুনিক শিক্ষা পরিকাঠামোকে জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে তিনি একটি নতুন সিবিএসই ভবন তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে দিল্লি সরকার যে ভূমিকা নিয়ে চলেছে, তার কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। আন্না হাজারের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করে কিছু মানুষ দিল্লিকে বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির আখড়া করে তুলতে চাইছে বলে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর বিপরীতে জাতীয় রাজধানীর মানুষের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

রানি ভেলু নাচিয়ার-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রানি ভেলু নাচিয়ার-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অতুলনীয় সাহস ও কৌশলগত দক্ষতার কথা উল্লেখ করেন।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"সাহসী রানি ভেলু নাচিয়ার-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছি! ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়েছিলেন, অতুলনীয় সাহস ও কৌশলগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মহিলাদের ক্ষমতায়নেও তাঁর ভূমিকা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।"

মোল্লা ইউনূসের রাতের ঘুম উড়িয়ে খালেদার সঙ্গে একান্ত বৈঠক সেনাপ্রধানের

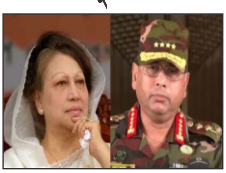

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের রক্তচাপ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) রাতে আচমকাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠক নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।ইউনূসের ওই ষড়যন্ত্র টের পেয়েই সুর চড়িয়েছেন বিএনপি শীর্ষ নেতারা। গত ৭২ ঘন্টা ধরে লাগাতার হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রুহুল কবীর রিজভি, মির্জা ফখরুল ইসলামের মতো বিএনপি শীর্ষ নেতারা। এমনকি শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার যে দাবি তোলানো হয়েছে সরকারের তরফে, তারও বিরোধিতা করেছেন তারা। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সজ্ঞাতের আবহেই বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা গুলশানের ফিরোজায় হাজির হয়েছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রীও। যিনি আবার দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট আত্মীয়া। রাত সাড়ে আটটা থেক নয়টা পর্যন্ত খালেদার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন সেনাপ্রধান। আর ওই বৈঠকের কথা জানতে পেরেই রাতের ঘুম উবেছে মোল্লা ইউনূস ও তার চ্যালাচামুণ্ডাদের। এদিনই রাজবাড়িতে সেনাবাহিনীর এক মহড়ায় হাজির থাকার কথা ছিল অন্তর্বর্তী সরকার প্রধানের। সূত্রের খবর, শেষ মুহূর্তে সেনার তরফে প্রধান উপদেষ্টার অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। ইউনূসের দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই মহড়া হবে না। সেনা মহড়া অনুষ্ঠান বাতিলের কয়েক ঘন্টার মধ্যে খালেদার বাড়িতে গিয়ে সেনাপ্রধানের একান্ত বৈঠককে নিছক সৌজন্য বলে মানতে নারাজ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সেনাপ্রধানের সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন

এরপর 6 পৃষ্ঠায়

২০২৫ – সমস্ত বিশ্বের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চায় ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চৈতন্য থেকে মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ আবার সাধক বুদ্ধদেব থেকে গুরু ননক – সকলেই ভারতকে শুনিয়েছে শান্তি, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের কথা। এবার ২০২৫ সালে সেই শান্তি ও মৈত্রীর বার্তাই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতো চায় ভারত। ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর শ্লোগান ছিল – ভারত 'বিশ্ববন্ধু' হতে চায়। আর ২০২৫ সালে সেই কাজকে আরও ফলপ্রসূ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারত – এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের এ বছরের প্রধান আন্তর্জাতিক কর্মসূচি।

আমরা লক্ষ করেছি, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের একাধিক নেতা মন্ত্রী প্রবল ভারত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মোদী সেই বিষয়ে কোনো শত্রুতার কথা না বলে, মহম্মদ ইউনুস রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার পরেই তাঁকে শুভেচ্ছা পাঠান ও সম্প্রতি হিন্দুদের নিরাপত্তা দেবার অনুরোধ করেন। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েও তিনি জানান, বাংলাদেশের আমজনতার প্রতি ভারত তাদের সমর্থন জারি রাখবে। এদিকে হাসিনাকে ফেরত না দিলেও দিল্লির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। পাকিস্তানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক স্থাপনের বার্তা দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ২০২৪ সালে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন এসসিও সামিটে যোগ দিতে। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম ভারতের কোনও প্রশাসনিক প্রতিনিধি সেদেশে গেলেন। তিনি বলেন, অন্য প্রতিবেশীদের মতো পাকিস্তানের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায় ভারত।

প্রতিবেশী এই দুই দেশ ছাড়াও চিনের সঙ্গে দীর্ঘ ৭০ বছরের সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে চিন ও ভারত সামরিক ও কূটনীতিক দুই স্তরেই দুই দেশের সীমান্ত নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতা চালিয়েছে বারবার। আর এবার দুই পক্ষই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে। সেই চুক্তি স্বাক্ষরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আবার মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হয়ে উঠতে উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার। ২০২৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার ও কুয়েতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে আমিরশাহিতে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

আবার বিশ্বের অন্যতম দুই শক্তিধর দেশ – আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে নিবিড় বন্ধন তৈরী করতে এগিয়ে গেছে ভারত। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ২০২৫ সাল যে সকলের কৌতূহল থাকবে তা স্বাভাবিক। ২০২৪ সালের শেষলগ্নে ভোটে জিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানুয়ারিতেই তাঁর শপথগ্রহণ। ট্রাম্পের সংঙ্গে মোদীর সম্পর্ক বন্ধুত্বের। একটা ট্রাম্পও বলেন। সেই সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তুলতে চায় ভারত। অন্যদিকে রাশিয়া বরাবরই ভারতের 'বন্ধু'। যদিও ইউক্রেনের সঙ্গে তাদের সংঘাতে যুদ্ধের বিরুদ্ধেই থেকে নয়াদিল্লি, তবুও সব মিলিয়ে পুতিনের হাতই ধরতে চেয়েছেন মোদি। ২০২৪ সালে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। এবছর দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এদেশে আসার কথা পুতিনের। আর শেষে আমরা দেখলাম বিশ্বের বহু দেশে ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছেন নরেন্দ্র মোদী – ভারতের শান্তি ও বন্ধুত্বের বাণী নিয়ে। এমনকি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রতি সেখানে আবার ভারতীয় দূতাবাস খুলেছেন ভারত। এই সমস্ত সম্পর্ককে নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়াই ২০২৫ সালে ভারতের প্রধান কর্মসূচি।

(5 পাতার পর)

মোল্লা ইউনূসের রাতের ঘুম উড়িয়ে খালেদার সঙ্গে একান্ত বৈঠক সেনাপ্রধানের

সেনা কর্তা মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলে এলাহি আকবর। যিনি সেনাবাহিনীতে বিতর্কিত অফিসার হিসাবে পরিচিত।সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দফতরের (আইএসপিআর) তরফে ওই বৈঠক নিয়ে মুখ খোলা হয়নি। তবে বিএনপি'র তরফে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক খোঁজখবর নিতেই এসেছিলেন সেনাপ্রধান। যদিও রাজনৈতিক মহলের কাছে ওই বক্তব্য খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। বরং তাদের মতে, 'খালেদার সঙ্গে সেনাপ্রধানের বৈঠক যথেষ্টই ইঙ্গিতবাহী। মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এবং জামায়াত ইসলামীর বিরুদ্ধে গত কয়েকদিন ধরে সুর চড়িয়েছেন বিএনপি শীর্ষ নেতারা। সরকার বনাম বিএনপির লড়াইয়ে সেনাবাহিনী যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দলের পাশেই রয়েছে, সেই বার্তা দিতেই আচমকা খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন সেনাপ্রধান।'শেখ হাসিনা জমানার পতনের পরে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ফের বিএনপি'র আসীন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও বিএনপি'কে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। যিনি নিজে শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির প্রধান সেনাপতিই নন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাইনাস টু (শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে উচ্ছেদ করার) ফর্মূলার অন্যতম প্রবক্তা। ২০০৭ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন ইউ আমেদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় বাংলাদেশে মাইনাস টু ফর্মূলা নিয়ে আসরে হাজির হয়েছিলেন মোল্লা ইউনূস অ্যান্ড গ্যাং। যদিও তা সফল হয়নি। এবার শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় খালেদা জিয়ার দলকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের পোষ্য ভৃত্য মুহাম্মদ ইউনূস। জামায়াত ইসলামীর মতো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে। আর ওই পরিকল্পনার অন্যতম অংশ হিসাবে প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থার শীর্ষ পদে রাজাকার পরিবারের সন্তানদের নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়েছে।

(2 পাতার পর)

আলু রফতানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে মন্ত্রী

করে হিমঘর খালি করার। কিন্তু এখনও রাজ্যের বিভিন্ন হিমঘরে রয়ে গেছে আলু। বাঁকুড়া জেলার হিমঘরগুলিতে ৪ থেকে ৫ লক্ষ প্যাকেট আলু মজুত রয়েছে। মেয়াদ শেষ হলেও এখন বাঁকুড়ার হিমঘরে মজুত আলু নিয়ে বড় চিন্তায় সংরক্ষণকারীরা। এই আলুর ভবিষ্যৎ কী? ভিন রাজ্যে আলু রফতানি বন্ধ। এই রাজ্যের বাজারে আলুর যোগানে কোনও ঘাটতি নেই। বাজারে এসে গেছে নতুন আলু। স্বাভাবিক ভাবেই হিমঘরে মজুত আলুর ভবিষ্যত কী তা নিয়ে এখন বড় প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের মনে। আলু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তিরস্কারের মুখে পড়তে হয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও কৃষি বিপণন দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনারা তো আলু ছেড়ে দিলেন প্রদীপ দা (মজুমদার)। আপনি আর বেচা (বেচারাম মান্না)। কেন ছেড়ে দিলেন? আমায় না জিজ্ঞেস করে? এখানে মানুষ বেশি দামে কিনবে, আর আপনারা ছেড়ে দেবেন ইচ্ছেমতো?" তার উত্তরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "না ম্যাডাম আমরা ছাড়িনি। ওটা অন্যায় করেছিল। যে মুহূর্তে আমাদের নজরে এসেছে।"রাজ্যে আলুর দাম উর্ধ্বমুখী। ক্রমেই চড়া বাজারদরে ক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের মুখে পড়লেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " নজরে আগে আসেনি কেন? মৃৎযুর পর যদি ডাক্তার আসে, কোনও সাহায্য হয়? বেচা, তোমায় আমি কিছু বলছি না। তারকেশ্বর আলুর জায়গা। তোমাদের ওখান থেকেও অনেক আলু গেছে, দেখে নিও।" এর উত্তরে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বলেন, "ক্রিকেটে যেরকম টিকিট নিয়ে বেটিং চলে, আলুতে এরকম একটা সিস্টেম আছে। এটাকে ভোটিং মার্কেট বলে। কালকের আলুর রেট কী হবে, আজকে সন্ধেবেলা বসে ঠিক করে নেয়।" এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তারা কারা? ওই চক্র ভাঙবে।"

সিনেমার খবর

cinema TV

বাজিতে হেরেই কি অক্ষয়কে বিয়ে করেন টুইঙ্কেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ফ্লপ সিনেমা অনেক তারকার ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। কিন্তু টুইঙ্কল খান্না-অক্ষয় কুমারের দাম্পত্যে হয়েছে তার উল্টো। ফ্লপ সিনেমায় বরং ভালোবাসায় বেঁধে থেকেছেন দু'জনে। এক ছাদের নিচে কাটিয়ে দিয়েছেন ২৩ বছর।

রবিবার ইনস্টাগ্রামে টুইঙ্কেলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে একটি মজার ভিডিও শেয়ার করেছেন অক্ষয়। ভিডিওর শুরুতে লেখা, 'সবাই আমার স্ত্রীকে যা ভাবে'। এরপরে দেখা গেছে টুইঙ্কেল খান্না বাড়িতে একটি চেয়ারে করে বই হাতে বসে মনোরম আবহাওয়া উপভোগ করছেন। চুলে হাত দিয়ে বিলি কাটছেন অক্ষয় ঘরণী, ফুরফুরে সেই পরিবেশে তার সামনের

টেবিলে সাজানো একটা জ্বলন্ত মোমবাতি, চায়ের কাপ। পরে টুইঙ্কেলকে ড্রয়িং রুমে মনের আনন্দে নাচতে দেখা গেছে ওই ভিডিওতে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে 'ও টিনা ও টিনা গান'।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে অক্ষয় লিখেছেন, 'টিনা তুমি শুধু কোনও একটা ম্যাচ নও; তুমিই আসল খেলা। আমি তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কীভাবে আমার পেট ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাসতে হয়, কীভাবে রেডিওতে প্রিয় গান বাজলে মন থেকে সেটা গাইতে হয় এবং কীভাবে নাচতে হয়। সত্যিই তোমার মতো কেউ নেই।'

এর আগে 'কফি উইথ করণ'র মঞ্চে বিয়ে নিয়ে কথা বলেছিলেন অক্ষয়। 'মেলা' সিনেমা ফ্লপ না হলে নাকি টুইঙ্কেলের সঙ্গে তার বিয়েটাই হত না। প্রেমিকের বিয়ের প্রস্তাব বারবার নাকচ করে দিয়েছিলেন টুইঙ্কেল। এরপর 'মেলা'য় মন দেন অভিনেত্রী।

কাজ থাকলে সমালোচনা থাকবে: রুনা খানকাজ থাকলে সমালোচনা থাকবে: রুনা খান

অক্ষয় বলেন, 'টিনা ভীষণ কনফিডেন্ট ছিল 'মেলা' হিট হবে। আমাকে পাল্টা বলেছিল, যদি এই ছবিটা না চলে তবেই আমি তোমাকে বিয়ে করব। সৌভাগ্যবশত 'মেলা' চলেনি। আর ও আমাকে বিয়ে করে নেয়'।

১৯৯৫ সালে 'বারসাত'র মধ্যে দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় সুপারস্টার রাজেশ খান্নার বড় মেয়ের। তার কয়েক বছর পরেই বিয়ে করে অভিনয় জগত থেকে দূরে সরে যান টুইঙ্কেল। অভিনেত্রী হিসাবে বলিউডে সাফল্য না পেলেও টুইঙ্কল বর্তমানে একজন সফল লেখিকা। 'মিসেস ফানি বোনস' নামে কলম লেখেন রাজেশ খান্না ও ডিম্পেল কাপাডিয়া কন্যা। ২০০১ সালের ১৭ই জানুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েন খিলাড়ি কুমার ও তার লেডি লাভ টুইঙ্কল।

'জলি এলএলবি থ্রি'তে দেখা যাবে অক্ষয়কে। এই সিনেমায় তার সঙ্গী আরশাদ ওয়ারসি ও হুমা কুরেশি। 'স্কাই ফোর্স' এবং 'হাউসফুল ৫'র মতো মাল্টিস্টারের প্রজেক্টেও দেখা মিলবে আক্কির। তরুণ মানসুখানি পরিচালিত 'হাউসফুল ৫' মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের ৬ জুন।

বাবার দ্বিতীয় বিয়েতে মা আমাকে সাজিয়ে দেন : সারা আলী খান

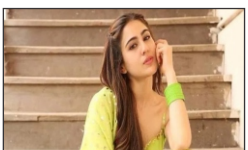

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বয়সে বড়, ভিন্ন ধর্ম....নানা বিতর্ককে পাশ মাটিয়ে অভিনেত্রী অমৃতা সিংয়ের গলায় মালা দেন অভিনেতা সাইফ আলি খান। সেই সংসারে জন্ম নেয় দুই সন্তান সারা ও ইব্রাহিম আলি খান। তবে বিয়ের ১৩ বছরের মাথায় বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন এই দম্পতি। অমৃতার সঙ্গে বিচ্ছেদের ৮ বছর পর অভিনেত্রী কারিনা কাপুরকে বিয়ে করেন সাইফ। অভিনেত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে থাকার পরই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এই জুটি।

দ্বিতীয় বিয়ের আগে নাকি প্রাক্তন স্ত্রীর উদ্দেশে হাতে লেখা বিশেষ চিঠি পাঠিয়েছিলেন নবাবপুত্র। যেখানে অমৃতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। পাশাপাশি আগামী জীবনের জন্যও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে করণ জোহরকে এ কথা জানিয়েছিলেন খোদ সাইফ নিজেই। তার কথায়, কারিনার সঙ্গে বিয়ের আগে, কেন জানি না অমৃতাকে চিঠি লিখেছিলাম আমি। বলেছিলাম, আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। তোমার সঙ্গে আমার অতীতে সংসার ছিল....আরো অনেক কিছু। সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞ।

প্রাক্তন স্ত্রীকে চিঠি লেখার পরই নাকি কন্যা সারার থেকে ফোন পান সাইফ আলি খান। বাবাকে সারা বলেছিলেন, তুমি জানো আমি এমনিই যেতাম তোমার বিয়েতে। কিন্তু এবার আমি হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে যাব।

কফি উইথ করর্ণ অনুষ্ঠানের সেই পর্বে সাইফের সঙ্গে ছিলেন সারাও। বাবার সঙ্গে তিনিও ডুব দিলেন স্মৃতির অতলে। জানালেন, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য মা তাকে নিজের হাতে সাজিয়েছিলেন।

নতুন প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধছেন হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড তারকা হৃতিক রোশনের ঘর ভেঙেছে তা বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। এরপর অভিনেতা খুঁজে পেয়েছেন তার জীবনের নতুন সঙ্গী সাবা আজাদকে। অন্যদিকে হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খানও আলি গোনির ভাই আর্সলান গোনির চোখেই নতুন করে ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন।

এমনকী, হৃতিক ও সুজান দুজনেই মেনে নিয়েছেন তাদের এমন অবস্থান। নতুন প্রেমের মাঝেও দুই ছেলেকে সমান সময়ও দিচ্ছেন হৃতিক ও সুজান। তবে নতুন খবর হল, আর্সালানের সঙ্গে নাকি এবার ঘর বাঁধতে যাচ্ছেন সুজান। আর সেই কারণেই পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সুজানের নতুন এই ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসপ্রতি ২ লাখ ৩৭ হাজার রুপি। প্রেমিকের সঙ্গে থাকতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

তিনি। শোনা যায়, আর্সলান গোনির সঙ্গে বহুদিন ধরেই বন্ধুত্ব সুজানের। এমনকী সুজান ও আর্সলানকে বহুবার একসঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে বিভিন্ন পার্টিতেও।

উল্লেখ্য, প্রথম ছবি 'কাহো না প্যায়ার হ্যায়' সাফল্যের পর প্রেমিকা সুজান খানের সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলেন হৃতিক রোশন। তারপর দীর্ঘ ১৪ বছর টিকেছিল তাদের সম্পর্ক। দুই পুত্রসন্তান রয়েছে তাদের সংসারে। কিন্তু আচমকাই বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করা হয় রোশন পরিবারের পক্ষ থেকে।

টেস্টে ইতিহাস সেরা গড় নিয়ে ২০০ উইকেট বুমরাহর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পরপর দুই ওভার মিলে ১১ বলের মধ্যে ৩ উইকেট। যার প্রথমটিতে জাসপ্রিত বুমরাহ স্পর্শ করেন দারুণ এক মাইলফলক, টেস্টে ২০০ উইকেট। এতে ভারতীয় পেসার গড়েন অনন্য কীর্তি। ১৯৮ উইকেট নিয়ে মেলবোর্ন টেস্টে রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং শুরু করেন বুমরাহ। স্যাম কনস্টাসকে বোল্ড করে মাইলফলকের পথে এগিয়ে যান তিনি। পরে ট্রাভিস হেডকে ফিরিয়ে পূর্ণ করেন ২০০ উইকেট।

টেস্ট ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে চার হাজারের কম রান দিয়ে ২০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। ২০০তম উইকেট নেওয়ার সময় পর্যন্ত ৩১ বছর বয়সী পেসার খরচ করেন ৩ হাজার ৯১২ রান। এই মাইলফলক ছোঁয়া ৮৫ জন বোলারের মধ্যে যা সবচেয়ে কম রান। এক্ষেত্রে আগের সবচেয়ে কম রান দেওয়ার নজির ছিল ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি পেসার জোয়েল গার্নারের (৪ হাজার ৬৭ রান)। ভারতীয়দের মধ্যে বুমরাহর আগে ছিলেন রাভিন্দ্রা জাদেজা (৪ হাজার ৮৪০ রান)।

২০০ উইকেট নিতে বুমরাহর লেগেছে ৮ হাজার ৪৮৪ বল। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে যা দ্রুততম এবং বিশ্বে চতুর্থ দ্রুততম। সবচেয়ে কম ৭ হাজার ৭২৫ বল লেগেছিল পাকিস্তানের গ্রেট ওয়াকার ইউনিসের। দক্ষিণ আফ্রিকার ডেল স্টেইনের লেগেছিল ৭ হাজার ৮৪৮ বল, কাগিসো রাবাদার ৮ হাজার ১৫৩ বল। ২০ এর নিচে বোলিং গড়ে ২০০ উইকেট নেওয়া প্রথম বোলারও বুমরাহ। ২০০তম উইকেট নেওয়ার সময় তার গড় ছিল ১৯.৫৬। ২০০ উইকেট নেওয়ার সময় গার্নারের গড় ছিল ২০.৩৪, শন পোলকের ২০.৩৯, ওয়াকারের ২০.৬০।

৪০ টেস্টে ২০.৫৭ গড়ে ১৭৩ উইকেট নিয়ে চলতি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু করেন বুমরাহ। প্রথম তিন টেস্টে তিনি নেন ২১ উইকেট। প্রতি টেস্টেই উন্নতি হয় তার বোলিং গড়ের। পার্থ টেস্ট শেষে গড় দাঁড়ায় ২০.০৬, অ্যাডিলেইড টেস্টের পর ১৯.৯৬, ব্রিজবেন টেস্টের পর ১৯.৫২। ১৯৪ উইকেট নিয়ে তিনি শুরু করেন মেলবোর্ন টেস্ট। প্রথম ইনিংসে নেন ৪ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৫ উইকেট।

৪৪ টেস্টে তার বোলিং গড় এখন ১৯.৫১। টেস্টে অন্তত ২০০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে যা সেরা। তালিকায় দুইয়ে আছেন ৮১ টেস্টে ২০.৯৪ গড়ে ৩৭৬ উইকেট নেওয়া ম্যালকম মার্শাল। গার্নার ক্যারিয়ার শেষ করেন ২০.৯৭ গড়ে ৫৮ টেস্টে ২৫৯ উইকেট নিয়ে। আরেক ক্যারিবিয়ান গ্রেট কার্টলি অ্যামব্রোস ২০.৯৯ গড়ে ৯৮ টেস্টে নেন ৪০৫ উইকেট। ৬৭ টেস্টে ৩০৭ উইকেট নেওয়া ফ্রেড ট্রুম্যানের গড় ২১.৫৭।

মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তিন টেস্টে এখন পর্যন্ত বুমরাহর উইকেট ২৩টি, বিদেশের মাটিতে নির্দিষ্ট একটি মাঠে ভারতীয় কোনো বোলারের যা সর্বোচ্চ। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ২০ উইকেট নেওয়া অনিল কুম্বলেকে পেছনে ফেললেন বুমরাহ।

দুইশোর আগেই ভারত শেষ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাদ পড়েছেন নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অধিনায়কের বিশ্রাম নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। এমন চর্চার মধ্যেই দলে ফেরানো হয় আরেক ওপেনার শুভমান গিলকে। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হলো না ভারতের।

কার্যত বাঁচা-মরার টেস্টে আরও একবার ব্যাটিং ভরাডুবি ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার পেস আগুনে পুড়ে ৭২ দশমিক ২ ওভার স্থায়ী হয়েছিল ভারতের ইনিংস। স্কোরবোর্ডে ১৮৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। স্বাগতিক অজি বোলারদের মধ্যে স্কট বোল্যান্ড সর্বোচ্চ ৪টি এবং মিচেল স্টার্ক ৩টি উইকেট শিকার করেছেন।

চলতি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারত আর ব্যাটিং বিপর্যয় কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছে। পার্থ থেকে ব্রিসবেন, সর্বত্রই অজি বোলিং লাইন আপের সামনে গুঁড়িয়ে গিয়েছে কোহলিদের প্রতিরোধ। সেই ছবিই ফের দেখা গেল সিডনিতে।

টস জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নেন ভারত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরহা। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়েছে। ফর্মে থাকা দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং কে এল রাহুল এদিন ব্যর্থ। মাত্র ১৪ বল খেলে চার রানে আউট হন রাহুল। অন্যদিকে ২৬ বল খেলে যশস্বীর সংগ্রহ মাত্র ১০ রান। ক্রিজে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেও ২০ রান করে আউট হয়ে যান দলে ফেরা শুভমান গিল।

ম্যাচের অষ্টম ওভারে ব্যাটিংয়ে নামেন বিরাট কোহলি। ভারতের স্কোর তখন ২ উইকেট হারিয়ে ১৭ রান। এমন পরিস্থিতিতে কোহলিকে হারালে সমস্যা আরও বাড়তে পারতো ভারতের। কোহলির খেলা ইনিংসের প্রথম বলটি করেন স্কট বোল্যান্ড। অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে থাকা বলে খোঁচা দেন কোহলি। বল চলে যায় স্লিপে দাঁড়ানো স্টিভেন স্মিথের হাতে। তিনি ক্যাচ ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। পুরো অস্ট্রেলিয়া দলও উদযাপন শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। যেন তারা অনেকটাই নিশ্চিত যে এটা আউট।

কিন্তু মাঠের আম্পায়ার সৈকত নিশ্চিত ছিলেন না ক্যাচ ঠিকভাবে নেওয়ার ব্যাপারে। তিনি তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য নেন। সেই দায়িত্বে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন। তিনি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বার বার রিপ্লে দেখেন। সেখানে দেখা যায় স্মিথ ক্যাচ নিলেও বল মাটিতে ছুঁয়ে ছিল। যে কারণে নট আউটের সিদ্ধান্ত জানান উইলসন। অবশ্য শূন্য রানে জীবন পাওয়া কোহলি ইনিংস লম্বা করতে পারেননি আজও। দিনের দ্বিতীয় সেশনে ৬৯ বলে ১৭ রান করে ওই বোল্যান্ডের বলেই স্লিপে ক্যাচ দিয়েছেন।

ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংসটা উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্তের। ৯৮ বলে মাত্র ৪০ রান করেন তিনি। একাধিকবার অজি পেসারদের বলে আঘাত পান তিনি। তা সত্ত্বেও ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবুও ইনিংস আর দীর্ঘ করতে পারেননি। শেষদিকে ভারতের ইনিংসের রান ১৫০ এর গণ্ডি পার করেন অধিনায়ক বুমরাহ নিজে। মাত্র ১৭ বলে ২২ রান করেছেন। তিনটি বাউন্ডারির পাশাপাশি একটি ছক্কাও আসে তার ব্যাট থেকে। বুমরাহ ম্যাজিকেই ১৮৫ পর্যন্ত পৌঁছায় ভারতের রান।

রোনালদো বললেন, 'ভিনির সঙ্গে অন্যায় হয়েছে'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ব্যালন ডি'অর নিয়ে বিতর্ক যেন থামছেই না। ফুটবলের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। তবে শেষ মুহূর্তে ব্যালন ডি'অর জিতে নেন স্পেনের মিডফিল্ডার রদ্রি। এতে ফুটবল বিশ্বে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। এবার সেই বিতর্কে সরাসরি মন্তব্য করলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

গতকাল দুবাইয়ে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে রোনালদো বলেন, 'আমার মতে, ব্যালন ডি'অর জয়ের সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন ভিনিসিয়াস। এখানে আমি সবার সামনে বলছি, ওর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। রদ্রি পুরস্কারের যোগ্য হলেও ব্যালন ডি'অরটা ভিনির প্রাপ্য ছিল। কারণ, সে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে এবং ফাইনালে গোলও করেছে।'

ব্যালন ডি'অর না পেলেও কিছুদিন আগেই 'ফিফা দ্য বেস্ট' অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ভিনিসিয়াস। গত মৌসুমে রিয়ালের হয়ে লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মৌসুমসেরা খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে, রদ্রি ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি স্পেনের হয়ে ইউরো জিতে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

বিশ্লেষকদের ধারণা, ইউরো জেতার কারণেই রদ্রি ব্যালন ডি'অর দৌড়ে ভিনিকে পেছনে ফেলেছেন। তবে এবারের ব্যালন ডি'অরের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও জায়গা হয়নি রোনালদোর। এ নিয়ে ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'-এর সমালোচনা করে ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানগুলো সব সময় এভাবেই কাজ করে। এ কারণেই আমি গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসকে পছন্দ করি। তারা সৎ।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR